দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 16 MAY 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাইভেট ও কোচিং বৈশ্বিক সমস্যা

ইউনেস্কোর প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ক্লাসের পাঠের চেয়ে বাইরের কোচিং ও প্রাইভেটে লেখাপড়ার প্রবণতা রয়েছে সারাবিশ্বেই। এটি বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশেও প্রতিনিয়ত এ ধরনের লেখাপড়ার প্রবণতা বাড়ছে বলে ইউনেস্কোর গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (জিইএম) রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষায় কার্যকর পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছ বাজেট তৈরির পাশাপাশি সুস্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন ও স্বাধীন নিরীক্ষা পদ্ধতির অভাব রয়েছে বাংলাদেশে।

গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোয় (ব্যানবেইস) এক অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ইউনেস্কোর প্রতিবেদনের মাধ্যমে বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয় উঠে এসেছে। এখানে ২০৫টি দেশের ওপর জরিপের তথ্য ইউনেস্কো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনের আলোকে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

প্রাইভেট ও কোচিং

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে,

বিশ্বে গৃহশিক্ষাকতা বেড়ে যাচ্ছে। ক্লাসে শিক্ষকরা পাঠদান অসম্পন্ন রেখে কোচিং বা গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন। বাংলাদেশসহ এটা বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৭ সালে গৃহশিক্ষকতায় বৈশ্বিক বাজারে ২২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি ব্যয় দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শিক্ষায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে, ২০৩০ সালে শিক্ষা কর্ম-রূপরেখার প্রস্তাব হলো– শিক্ষার ব্যয় হবে মোট জিডিপির ৪ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশের নিচে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে দেশের সুশীল সমাজ ও শিক্ষাবিদরা শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর আহ্বান জানালেও সরকার এখনো প্রতি বাজেটে আশানুরূপ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা চাইলেই রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আনতে পারি না। ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেটের ১৫ শতাংশ ও জিডিপির ৪ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখনো জিডিপির ২ শতাংশের নিচে এবং মোট বাজেটের ১৫ শতাংশের অনেক নিচে রয়েছে।